**ঢাকা শিশু হাসপাতালের**

**নতুন ১০ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং শিশু হৃদরোগ কেন্দ্রের উদ্বোধন**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, মঙ্গলবার, ০৪ মাঘ ১৪১৮, ১৭ জানুয়ারি  ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

হাসপাতালের চিকিৎসক, সেবিকা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ,

এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু  আ'লাইকুম।

ঢাকা শিশু হাসপাতালের নতুন ১০ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং শিশু হৃদরোগ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

২০০৯ সালের ৩১শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে Congenital Heart Disease বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমি ঢাকা শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশু হৃদরোগ ও হৃদরোগ সার্জারি বিভাগ চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। ঢাকা শিশু হাসপাতাল খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। আমি এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

এদেশে প্রতিবছর ২৫ থেকে ৩০ হাজার শিশু হৃদরোগ নিয়ে জন্ম নেয়। এই শিশু হৃদরোগ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে অত্যাধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সনাক্ত করা সহজ হবে। উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু মৃত্যুহার অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশু চিকিৎসা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করা হয়েছে। এসব ক্লিনিক বিএনপি-জামাত জোট সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা এ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দিয়েছি।

শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে আমরা জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছি। মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছি। ৪২টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৬৬৭২ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মৃাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাস করেছি।

শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

 আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। পাঁচ হাজারেরও বেশি চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। গত তিন বছরে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে প্রায় ২ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নার্সের ৫৩৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হচ্ছে।

আমরা এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৩৬ টি ইউনিয়নে, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। আরও ২০০ টি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। আমরা ৩০১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য  কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করেছি। নবসৃষ্ট ১২ টি উপজেলায় ৩১ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।

সরকারের এসব পদক্ষেপের ফলে নবজাতক ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। ইপিআই কার্যক্রমের সফলতা অর্জনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে GAVI বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন করেছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে এমডিজি-৪ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ  বাংলাদেশ   জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার লাভ করেছে।

আমরা স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য আমরা ২০১১ সালে অর্জন করেছি ‘সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড '।

সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ,

চিকিৎসা করা পৃথিবীর মহৎ পেশার মধ্যে অন্যতম। মানবতার কল্যাণে কাজ করার মত এত সুযোগ বোধ হয় অন্য পেশায় নেই। আপনাদের একটু আন্তরিকতা রোগীকে অর্ধেক ভাল করে দিতে পারে। যে শিশুটি এ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসে তার অভিভাবক ও পরিবার সুচিকিৎসার আশায় আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমার প্রত্যাশা আপনারা শিশুদের নিজের সন্তানের মত মমতা দিয়ে চিকিৎসা সেবা দিবেন। বিশেষ করে, অসহায় ও দরিদ্র শিশুদের প্রতি একটু বিশেষ নজর দিবেন।

শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সুস্থ্য ও নিরোগ জাতি গঠনে আপনাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা আমাদের দেশকে আরও সামনে এগিয়ে নিবে।

শিশুদের চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল এবং একাডেমিক ইনস্টিটিউট। ঢাকা শিশু হাসপাতালের সম্প্রসারণ, গাজীপুর ও রাজশাহীতে নতুন  শাখা উন্মোচন, শিশু হৃদরোগ কেন্দ্র স্থাপন এবং এই নতুন ১০ তলা ভবন নির্মাণের ফলে এ হাসপাতালের  সেবার মান ও পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমার প্রত্যাশা।

সুধিমন্ডলী,

স্বাস্থ্যখাত দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে আমি আহবান জানাই। বিশেষ করে দেশের বিত্তবানেরা শিশু চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

আগামী ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করব। স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, প্রগতিশীল, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আসুন দল-মত নির্বিশেষে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ঢাকা শিশু হাসপাতালের নতুন ১০ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর এবং শিশু হৃদরোগ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...